দৈনিক বাংলা 32

তারিখ ... 05 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ...

উচ্চ শিক্ষার সংকট নিয়ে আলোচনা

প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে হবে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল এক সেমিনারে আলোচকগণ শিক্ষার সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে উল্লেখ করে বলেন : সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক দল, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়াস চালাতে হবে। তাঁরা সঠিক পরিকল্পনার অভাব, ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে উচ্চশিক্ষার সংকট হিসাবে চিহ্নিত করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ-বিজ্ঞান অনুষদ গ্যালারীতে "উচ্চশিক্ষার সংকট" শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর কাজী সালেহ আহমেদ। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ডঃ সেলিম জাহান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ হাসানউজ্জামান চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নেন বিএনপি নেতা প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বাকশালের আবদুর রাজ্জাক, আওয়ামী লীগের মতিয়া চৌধুরী, জাসদের (ইনু) হাসানুল হক ইনু এবং সিপিবির আবুল কাশেম।

দু'দিনব্যাপী সেমিনারের উদ্বোধন করে ভিসি প্রফেসর কাজী সালেহ আহমেদ বলেন, উচ্চ শিক্ষার সংকট হলে মনে করে নিতে হবে যে পুরো দেশেই সংকট চলছে। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত না করে শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করা সম্ভব নয়। তিনি উন্নয়নের জন্যে শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডঃ সেলিম জাহান তাঁর প্রবন্ধে উচ্চশিক্ষার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বর্তমান প্রেক্ষিতের নিরিখে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন : আমাদের জনশক্তির চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। জনসম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনাও নেই। প্রাথমিক শিক্ষাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অথচ এখানকার মত ভর্তুকি নির্ভর উচ্চশিক্ষার দৃষ্টান্ত কম দেশেই আছে।

ডঃ সেলিম জাহান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে বলেন : ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁর দলীয় রাজনীতি ও সরকারী নিয়ন্ত্রণের ওপরে উঠতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি, পদোন্নতি থেকে শুরু করে সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়া এখন আর মেধা বা পরিশ্রম নয়- বরং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে নিযুক্ত দলের সঙ্গে সংযোগের ওপর নির্ভর করে। কখনও কখনও ভিসি এবং শিক্ষকরা তাদের স্বার্থে ছাত্র-রাজনীতিকেও ব্যবহার করছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। ডঃ সেলিম বলেন, ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস বাইরে থেকে আরোপিত।

ডঃ হাসানউজ্জামান চৌধুরী "উচ্চ শিক্ষা : ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন : বিভিন্ন সময় ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাবহির্ভূত মহল শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। বর্তমানে সন্ত্রাসের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাদের ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। তিনি বলেন, '৭৩-এর অধ্যাদেশের অপব্যবহার হয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের নামে যথেচ্ছাচারও হয়েছে।

প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন: শিক্ষার সমস্যা সমাধানের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষানীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে। সন্ত্রাসের জন্য শুধু ছাত্রদের দোষারোপ করা ঠিক নয়। শিক্ষকদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক আনুগত্য থাকাও উচিত নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আবদুর রাজ্জাক একজন আলোচক কর্তৃক উথাপিত প্রশ্ন প্রসঙ্গে বলেন, যেভাবে সিরাজ সিকদারকে হত্যা করা হয়েছে তা দুঃখজনক। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম ভুল ছিল। ফলে জনগণ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

মতিয়া চৌধুরী বলেন যে একমাত্র জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সরকারই শিক্ষাসহ সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

হাসানুল হক ইনু বলেন : "সরকারেকে স্বৈরাচার বলি, কিন্তু অনেক বিরোধী দলের মধ্যেও স্বৈরাচার রয়েছে। নেতা বা নেত্রীকে দেবতার আসনে বসালে স্বৈরাচার কায়েম হয়।" এখনকার পরিস্থিতিতে কিছু সত্য কথা উচ্চারণ করা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আবুল কাশেম বলেন, সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আগামী ৭ই জানুয়ারী সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ৬ জন ভাইস-চ্যান্সেলর অংশ নেবেন। এতে সভাপতিত্ব করবেন সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী।